চট্টগ্রাম ওয়াসা'র বাস্তবায়নাধীন "চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়)"
শীর্ষক প্রকল্পের হালনাগাদ অগ্রগতির সার-সংক্ষেপঃ

মন্ত্রণালয়	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বিভাগ	ঃ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
সংস্থা	ঃ	চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (চট্টগ্রাম ওয়াসা)
প্রকল্পের নাম	ঃ	চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়)
প্রকল্প অনুমোদন		প্রকল্পের ডিপিপি ০৭.১১.২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে।
প্রকল্পের মেয়াদ কাল	ঃ	জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৪
মোট প্রকল্প ব্যয়	ঃ	৩৮০৮৫৮.৭৭ (তিন হাজার আটশত আট কোটি আটান্ন লক্ষ সাতাত্তর হাজার) টাকা
অর্থায়নের উৎস	ঃ	জিওবি অংশ ৩৭৫৮৫৮.৭৭ লক্ষ টাকা এবং চট্টগ্রাম ওয়াসার অংশ ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প প্রণয়নের পটভূমি ঃ

বর্তমানে চট্টগ্রাম মহানগরীতে পানি সরবরাহ সন্তোষজনক হলেও স্যানিটেশন অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। ৩২ লক্ষ জনগোষ্ঠীর চট্টগ্রাম মহানগরীতে কোন পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা বিদ্যমান নেই। ফলে শহরবাসীর সৃষ্ট পয়ঃবর্জ্য চট্টগ্রাম মহানগরীর সুপেয় পানির উৎস কর্ণফুলি ও হালদা নদীকে প্রতিনিয়ত দুষণ করছে এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিনিয়ত মারাত্মক হুমকীর কারণ হচ্ছে। সুপেয় পানির উৎস এদুটি নদীকে পয়ঃবর্জ্য নিঃসরণ জনিত দুষণ (যা সার্বিক নদী দূষনের প্রায় ১০%-২০%) হতে রক্ষা করা প্রয়োজন। মহানগরীর কোন অংশই প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত নয়। ফলে অধিকাংশ জনসংখ্যা প্রতীকস্বরূপ সেপটিক ট্যাংক ও পোর-ফ্লাশ স্যানিটেশন ব্যবস্থা (অন-সাইট) ব্যবহার করে।

মহানগরীতে কোন পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় গৃহস্থালী ও শিল্প বর্জ্য ভূ-উপরিস্থ পানিতে প্রবেশ করে যা সহনীয় পরিবেশের জন্য উদ্বেগের কারণ। এছাড়াও চট্টগ্রাম মহানগরীতে প্রতি বর্ষাকালে প্রায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

উক্ত সময়ে নগরীর অধিকাংশ জলাধার এবং সেপটিক ট্যাংক জলমগ্ন থাকে। ফলে সেপটিক ট্যাংকের পয়ঃবর্জ্য উন্মোক্ত পরিবেশে ছড়িয়ে পরার মাধ্যমে ডায়রিয়া, কলেরা, জন্ডিসসহ নানাবিধ রোগব্যধির কারণ হয় চট্টগ্রাম শহরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সূচনা এবং ক্রমান্বয়ে শহরের সকল জনগনকে আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য চট্টগ্রাম ওয়াসা পুরো শহরে পরিকল্পিত স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। মাস্টার প্ল্যানে আগামী ৪০ বছরের মধ্যে ওয়েস্ট ওয়াটার সংগ্রহ ও পরিশোধন অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ চিহ্নিত করা হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সুপারিশ রয়েছে। মাস্টার প্ল্যানে চট্টগ্রাম মহানগরীকে মোট ছয়টি কেচমেন্টে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি কেচমেন্টের জন্য ১টি পয়ঃশোধনাগার (STP) নির্মাণের সুপারিশ রয়েছে। এছাড়াও দুটি ফিকেল স্লাজ শোধনাগার নির্মাণের সুপারিশ রয়েছে।

চট্টগ্রাম ওয়াসার ১০০% পরিবেশ বান্ধব স্যানিটেশন ব্যবস্থা উদ্যোগের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে "চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল হিসেবে প্রায় ২০ লক্ষ জনগনকে উন্নত পয়ঃব্যবস্থার আওতায় আনা সম্ভব হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় হালিশহর কেচমেন্ট এলাকায় পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- স্যানিটেশন ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণ করার মাধ্যমে চট্টগ্রাম মহানগরবাসীর জন্য পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সূচনা করা;
- প্রায় ২০ লক্ষ জনগণকে প্রচলিত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতায় আনা;
- পরিবেশের উন্নতির জন্য সোক-ওয়েল ব্যবহারের উপর নির্ভরশীলতা কমানো;
- মহানগরীর অভ্যন্তর এবং চারপাশের সংশ্লিষ্ট এলাকায় উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ পয়ঃপরিশোধন করা ;

<u>প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহঃ</u>

- দৈনিক ১০ কোটি লিটার ক্ষমতার পয়ঃশোধনাগার নির্মাণ- ০১টি;
- দৈনিক ৩০০ ঘনমিটার ক্ষমতার ফিকেল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ- ১টি;
- বিভিন্ন ব্যাসের (২১০০মি:মি: হতে ১১৫ মি:মি:) ট্রাঙ্ক মেইন ও কালেকশন পয়ঃ পাইপ লাইন স্থাপন- ২০০ কিলোমিটার;
- ফ্যাকল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট যন্ত্রপাতি ক্রয়- ১২০টি

উক্ত প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম মহানগরীর হালিশহরস্থ চট্টগ্রাম ওয়াসার ভূমিতে একটি পয়ঃশোধনাগার এবং একটি ফ্যাকল স্লাজ শোধনাগার নির্মাণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাসা-বাড়ীর সৃষ্ট পয়ঃবর্জ্য পয়ঃপাইপ লাইনের মাধ্যমে পরিশোধনে পয়ঃশোধনাগারে প্রেরণের লক্ষ্যে সর্বনিম্ন ০৩ মিটার হতে সর্বোচ্চ ১৫ মিটার গভীরতায় ২০০ কি.মি. পয়ঃপাইপ লাইন স্থাপন করা হচ্ছে।

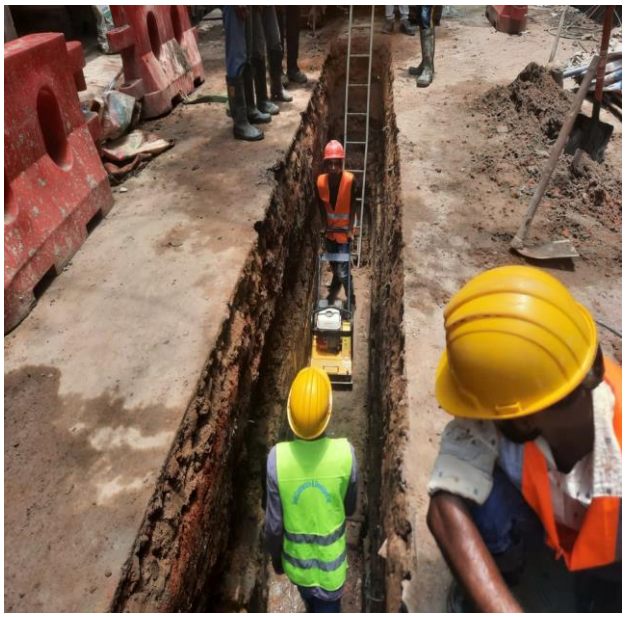
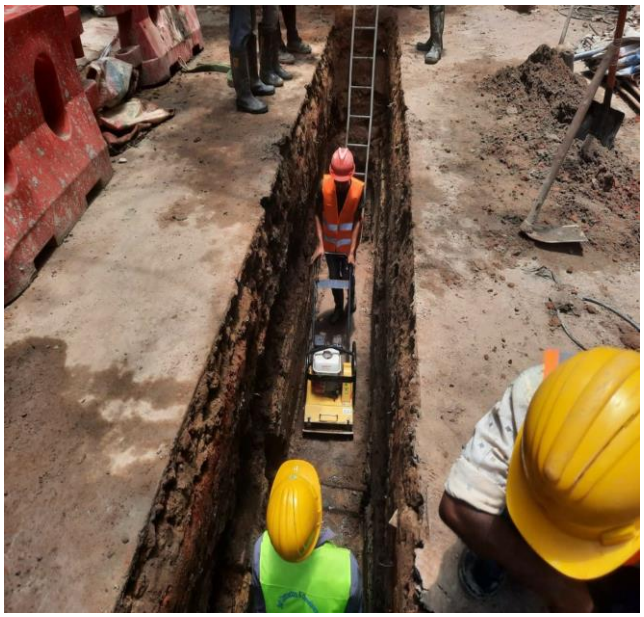

উক্ত পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাসা-বাড়ীর সৃষ্ট পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারে পরিবহণ করা হবে। পরবর্তীতে উক্ত পয়ঃবর্জ্য পয়ঃশোধনাগারে পরিশোধনের মাধ্যমে পরিবেশ সম্মতভাবে পরিবেশে অবমুক্ত করা হভে। মহানগরীর ৬০ভাগ এলাকায় পয়ঃপাইপ স্থাপন করা সম্ভব হলেও যোগযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কারণে প্রায় ৪০ ভাগ এলাকায় পয়ঃপাইপ লাইন স্থাপন করা সম্ভব হবে না। উক্ত এলাকার পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণের জন্য ১২০ টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে। উক্ত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সংগৃহিত পয়ঃবর্জ্য ফ্যাকল স্লাজ শোধনাগারে প্রেরণ করে পরিশোধন করা হবে।